ইত্তেফাক

273

তারিখ ... 18/1/78 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 7 ...

ডক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর ইন্তেকাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী গতকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় পোষ্টগ্রাজুয়েট চিকিৎসা গবেষণা ইনষ্টিটিউট হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে··· রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৬ বৎসর।

প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী হেমাটেমেসিসে (রক্তবমি) আক্রান্ত হইলে গত-

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কাল সকাল ১১টার দিকে পোষ্টগ্রাজুয়েট চিকিৎসা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি প্রফেসর ডাঃ নূরুল ইসলামের চিকিৎসাধীন ছিলেন।

ডঃ চৌধুরী গত ৩/৪ দিন ধরিয়া আমাশয়ে ভুগিতেছিলেন। গত সোমবার দিবাগত রাত্রি ২টা হইতে তিনি রক্তামাশয়ে আক্রান্ত হন। অতঃপর অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছিল। গতকাল সকালে তিনি রক্তবমি শুরু করার পর সকাল পৌনে ১১টার দিকে তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ইতিপূর্বে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরিয়া ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, পেপটিক আলসার, এবং যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহের এক অংশ গত বছর হইতে অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি গত ১৯৭৬ সনের ডিসেম্বর মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে ভর্তির পর তিনি রক্তবমি করেন। দুপুর ১টা হইতে তাঁহাকে ঘুমের ঔষধ দেওয়া হয়। এই সময় হইতে তাঁহাকে এক ব্যাগ রক্ত দেওয়া হইতেছিল। এক পর্যায়ে অক্সিজেনও দেওয়া হয়। রক্ত দেওয়া শেষ হইতেই সন্ধ্যা ৭টার দিকে ডঃ চৌধুরী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর খবর ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভক্ত ও শুভাকাংক্ষী ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যরা হাসপাতালে হাজির হন। পরে তাঁহার লাশ হাসপাতাল হইতে শহীদ মিনার সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টাফ কোয়ার্টারের বাসায় স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষকগণ ও ছাত্ররা তাঁহার লাশের পার্শ্বে হাজির হন।

প্রফেসর চৌধুরী মৃত্যুকালে পত্নী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ছাত্রছাত্রী ও শুভাকাংক্ষী রাখিয়া গিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী ১৯২৩ সালে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করার পর পরবর্তী বৎসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে তিনি লণ্ডনের স্কুল অব ইকোনমিকস হইতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি মুজিবনগরে অবস্থান করিয়া সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এবং '৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হন।

'৭৫ সালের জানুয়ারীতে ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী তদানীন্তন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় একজন সদস্য হিসাবে যোগদান করেন। '৭৫-য়ের আগষ্টে খন্দকার মুশতাক আহমদের মন্ত্রীপরিষদেও তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় পুনরায় ফিরিয়া যান।